পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইন

পলাশ কুমার রায়

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাসমূহ সুষ্ঠু শৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থায় সম্পন্ন করতে এবং পরীক্ষাবিষয়ক অপরাধের শাস্তির বিধান করতে ১৯৮০ সালে পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইন The public examination (offences) Act. 1980 পাস করে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালগুলোর কোনো না কোনো একটিতে প্রতিদিন পরীক্ষা লেগেই থাকে। পরীক্ষা হলো পরীক্ষার্থীদের মেধা মূল্যায়নের একমাত্র মাধ্যম, তাই পরীক্ষা কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল ও অবাধ্য পরীক্ষার্থীদের এবং পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িতদের অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধ করতে পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইন কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে।

ওই আইনের ৩ ধারামতে, পাবলিক পরীক্ষায় ভুয়া পরিচয় দান:

ক) কেউ যদি পরীক্ষার্থী না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে পরীক্ষার্থী হিসেবে হাজির করে বা পরীক্ষার্থী বলে ভান করে কোনো পাবলিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার হলে প্রবেশ করে; অথবা

খ) অন্য কোনো ব্যক্তির নামে বা কোনো কল্পিত নামে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, তিনিও পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

৪ ধারামতে, পাবলিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রকাশনা বা বিতরণ: যিনি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে—

ক) এরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত কোনো প্রশ্ন সম্বলিত কোনো কাগজ, অথবা

খ) এরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে বলে মিথ্যা ধারণাদায়ক কোনো প্রশ্ন সম্বলিত কোনো কাগজ কিংবা এরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত প্রশ্নের সাথে হুবহু মিল রয়েছে বলে বিবেচিত হওয়ার অভিপ্রায়ে লিখিত কোনো প্রশ্ন সম্বলিত কাগজ, যে কোন উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করেন, তিনি দশ বছর কিন্তু তিন বছরের নিচে নয় এমন কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

৬ ধারামতে, ভুয়া মার্কশিট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রি ইত্যাদি তৈরিকরণ:

যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা অপরাধসংক্রান্ত মার্কশিট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রি যা তিনি মিথ্যা বলে জানেন অথবা উহা জারি করার কর্তৃত্বসম্পন্ন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত

হয়নি বলে তিনি জ্ঞাত আছেন, তৈরি করেন, হাপান, বিতরণ করেন অথবা ব্যবহার করেন অথবা আইনসম্মত অনুমতি ছাড়াই নিজের দখলে রাখেন, তিনি সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, তবে তিন বছরের নিম্নে নয় দণ্ডনীয় হবেন।

৮ ধারামতে, যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন উত্তরপত্র অথবা উহার অংশবিশেষের পরিবর্তে অন্য একটি উত্তরপত্র বা এর অংশ প্রতিস্থাপন করেন অথবা পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত হয়নি এরূপ উত্তর সম্বলিত অতিরিক্ত পৃষ্ঠা কোন উত্তরপত্রের সহিত সংযোজিত করেন, তিনি দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে তবে তিন বছরের নিম্নে নয় এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

৯ ধারামতে, যিনি কোন পরীক্ষার্থীকে ক) কোন লিখিত উত্তর অথবা কোন বই বা লিখিত কাগজ অথবা উহার কোন পৃষ্ঠা কিংবা উহা হতে কোন উদ্ধৃতি পরীক্ষার হলে সরবরাহ করে অথবা খ) মৌখিকভাবে বা কোন যান্ত্রিক উপায়ে কোন প্রশ্নের উত্তর লিখবার জন্য বলে দিয়ে সহায়তা করেন, তিনি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড তবে দুই বৎসরের নিম্নে নয় এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

১০ ধারামতে, যিনি বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত বা ক্ষমতা প্রদত্ত না হওয়া সত্ত্বেও কোন পাবলিক পরীক্ষার হলে কোন পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন, অথবা কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন, অথবা যিনি অন্য ব্যক্তির পরিচয়ে কিংবা কল্পিত নামে পরীক্ষার হলে পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন অথবা পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন তিনি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড তবে দুই বছরের নিচে নয় এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

১১ ধারামতে, যিনি কোন প্রকারে ইচ্ছাকৃতভাবে—

ক) কোন ব্যক্তিকে কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত তার দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করেন, অথবা

খ) পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বাধা দান করেন, অথবা

গ) কোন পরীক্ষার হলে গোলযোগ সৃষ্টি করেন তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

১২ ধারামতে, যিনি বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের কোন অফিসার কিংবা কর্মচারী হয়েও অথবা পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কর্তব্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েও এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ করেন তিনি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

উল্লেখ্য, পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইন (১৯৮০ পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে (৪নং আইন) সময়ের তাগিদে কিছু অপরাধের শাস্তির বিধান সংশোধন করা হয়। ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইনটি দ্বারা পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) অধ্যাদেশ ১৯৮০ রহিত করা হয়।

পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইন প্রসঙ্গে পুরান ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র মো. রাফি হাসান জানায়, পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল করব কেন, অপরাধই বা করব কেন? ভালোভাবে প্রস্তুতি থাকলে পরীক্ষা কেন্দ্রে অপরাধের প্রশ্নই আসে না। ঢাকা সিটি কলেজের হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মো. মহিউদ্দিন অন্ত জানায়, একজন শিক্ষার্থী যদি নিয়মিত অধ্যয়ন করে এবং শিক্ষকদের পরামর্শ মেনে চলে তবে পরীক্ষা কেন্দ্রে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে গেলে পরীক্ষা কেন্দ্রে অপরাধ বা দুষ্টামি করার সুযোগ থাকে না। কবি নজরুল সরকারি কলেজের হিসাববিজ্ঞান (সম্মান) দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র নবকুমার শর্মা জানায়, আজকাল শিক্ষার্থীরাই কেবল অপরাধ করছে তা নয় বরং একশ্রেণীর শিক্ষক, অভিভাবক ও পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও পরীক্ষা কেন্দ্রে অপরাধ করতে একজন পরীক্ষার্থীকে মানসিকভাবে উৎসাহিত করছেন, তাই ওই সব কর্তাব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর পাশাপাশি নব কুমার শর্মা শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলিত জীবনে গড়তে অপরাধমুক্ত অবস্থায় পরীক্ষায় অংশ নিতে সব শিক্ষার্থীর প্রতি আহ্বান জানান।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মো. জহিরুল ইসলাম জানান, পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে আসার প্রাক্কালে অ্যাডমিট কার্ডের পেছনে লিখিত নিয়মাবলি মনোযোগ সহকারে পড়লে তাদের অপরাধ প্রবণতা ৯০ শতাংশই হ্রাস পাবে। তিনি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আরও বলেন, পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে কৃত অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃদু ভর্ৎসনা, কান ধরে ওঠবসের ব্যবস্থা নেওয়ার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের অপরাধ শুধরে নিতে দেশের শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি তিনি আহ্বান জানান। গুরুতর অপরাধ বা ভয়ঙ্কর কাজে তিনি আইন প্রয়োগেরও পরামর্শ দেন। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, অপরাধের ফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সম্যক ধারণা প্রদান করলে এবং অ্যাডমিট কার্ডের পেছনে লিখিত নিয়মাবলি পড়তে উৎসাহিত করলে পরীক্ষার্থীরা অপরাধ প্রবণ হবে না এবং তারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে। আজকের শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতের কর্ণধার, তাই তাদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে, যেন পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে অপরাধ প্রবণতার দিকে না ঝুঁকে। আইন প্রয়োগের পাশাপাশি পারিবারিকভাবে অভিভাবকদেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে একজন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে অপরাধমুক্ত করতে।

প্রথম আলো

তারিখ ... 14 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...